দৈনিক জনকণ্ঠ

২।

০1 AUG 1997
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এবং দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত জাতীয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবের আলোকে ঢাকাস্থ আইপিজিএমএন্ডআর (পিজি হাসপাতাল)কে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে রূপান্তরের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন, বিধি-বিধান প্রণয়নের কাজও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছে "বঙ্গবন্ধু শেখ

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

পিজি হাসপাতালকে

(প্রথম পাতার পর)

মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়"।

উল্লেখ্য যে, দেশে ও বিদেশে জাতীয় বরেণ্য ব্যক্তিদের নামে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন—বরিশালে শের-ই-বাংলা মেডিক্যাল কলেজ, ঢাকায় শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, সিলেটে এমএজি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ, ভারতে জওহর লাল নেহরু ইউনিভার্সিটি, পাকিস্তানে লাহোরে জিন্নাহ্ পোস্ট গ্রাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স এবং করাচীতে আগাখান মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি ইত্যাদি।

বাংলাদেশ একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দেশের চিকিৎসা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের একটি দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা ও দাবি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ও পেশাগত শিক্ষা ব্যবস্থা ও জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষ সাধন সম্ভব বলে সকলেই মনে করেন। যেমন বাংলাদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে এই দুইটি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বেলায় এতদিন এই ক্ষেত্রে একটি শূন্যতা ছিল। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই প্রত্যাশা ও শূন্যতা পূরণ হলো। —খবর তথ্য বিবরণী'র।